দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... AUG 19 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

25

শহর থেকে দূরে

একটি স্কুলের কথা

করিমগঞ্জ। কিশোরগঞ্জ জেলার একটি থানা। বিখ্যাত কোনো থানা নয় এটি। তবে প্রকৃতি করিমগঞ্জ এলাকাটিকে এমনভাবে নিপুণ হাতে সাজিয়ে যে, এর তুলনা চলতে পারে কেবল শিল্পীর তুলিতে আঁকা কোনো ছবির সঙ্গে। এই করিমগঞ্জ থানাতেই অবস্থিত চাতল এসসি উচ্চ বিদ্যালয়টি। পুরো কিশোরগঞ্জ জেলার মধ্যে চাতল এসসি উচ্চ বিদ্যালয়টি সবচে পুরনো। জনশ্রুত আছে, বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বৃটিশ আমলে।

তবে বৃটিশ আমলে চাতল এসসি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও এটি প্রথম স্বীকৃতি লাভ করে ১৯৬১ সালে। এক একর বাষট্টি শতাংশ জমির উপর বিদ্যালয়টির অবস্থান। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বর্তমানে ৫৬০ জন এবং শিক্ষক সংখ্যা ১২ জন। বিদ্যালয়টি ১৯৮৯ সালে নবম শ্রেণী এবং ১৯৯৩ সালে দশম শ্রেণী খোলার অনুমতি পায়।

কিশোরগঞ্জ জেলার সবচে পুরনো বিদ্যালয় হলেও চাতল এসসি উচ্চ বিদ্যালয়টির সমস্যার যেনো অন্ত নেই। এমনিতেই এই বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম। এর উপর বিদ্যালয়ে নেই বিদ্যুতের ব্যবস্থা। বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী গ্রামে বিদ্যুৎ থাকলেও এখানে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে প্রচন্ড গরমের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করতে হয়। আবার অন্যদিকে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যাওয়াতে ছাত্র-ছাত্রীদের বসতে দেবার জায়গা পর্যন্ত দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। অনেককেই দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হয়। বছর চারেক পূর্বে ফ্যাসিলিটিজের একটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তবুও স্থান সংকুলান সংকট কাটছে না। এদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিজ্ঞান ও ব্যবসা শিক্ষা ক্লাসের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না শুধুমাত্র ভবনের অভাবে। যদি ফ্যাসিলিটিজ ভবনের উপর বিভিন্ন কক্ষ নির্মাণ করা যেতো তাহলে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠদানের সুবিধাটুকু হতো।

চাতল এসসি উচ্চ বিদ্যালয়ের সবচে বড় সমস্যা হচ্ছে ছাত্রীদেরকে নিয়ে। এই গ্রামে কোনো বালিকা বিদ্যালয় না থাকায় অনেকটা বাধ্য হয়ে এখানে চালু করতে হয়েছে সহশিক্ষা পদ্ধতি। চাতল বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে অর্ধেকের বেশী হচ্ছে ছাত্রী। এখানে ছাত্রীদের জন্য নেই কোনো কমনরুম। শুধু তাই নয়, ছাত্রীদের জন্য আলাদা টয়লেটের পর্যন্ত ব্যবস্থা নেই। ফলে গ্রামের মেয়েরা ধীরে ধীরে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ছে বিদ্যালয়ে আসার ব্যাপারে।

তবে নানা সমস্যায় জর্জরিত চাতল এসসি উচ্চ বিদ্যালয় এখনো পর্যন্ত টিকে আছে কেবল অভিজ্ঞ শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে। মাত্র বারোজন শিক্ষক হাল ধরে রেখেছেন পুরো বিদ্যালয়টির। শিক্ষকতাকে মহৎ পেশা হিসেবে ভেবে তারা আজো পালন করে যাচ্ছেন তাদের দায়িত্ব। কিন্তু এভাবে চলবে কতদিন? ছায়া সুনিবিড় করিমগঞ্জের এই বিদ্যালয়টি চলতে থাকবে এভাবেই? আর কতোদিন বারোজন শিক্ষক এভাবে পাঁচ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা দান করবেন। কিশোরগঞ্জ জেলার সবচে পুরানো এবং বিদ্যুৎহীন চাতল এসসি উচ্চ বিদ্যালয়টি এভাবে চলতে চলতে একদিন হয়তো মুখ থুবড়ে পড়বে। হয়তো একদিন মিশে যাবে আঁধারের মাঝে। যে আঁধার থেকে আর কোনোদিনই হয়তো আলোর মুখ দেখবে না চাতল এসসি উচ্চ বিদ্যালয়টি। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি ভেবে দেখবেন কি? ❑ কামাল হোসেন বাবলু